উফ! পরীক্ষা

শিশুশ্রেণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বত্রই রয়েছে ভর্তি সমস্যা। ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে টেনশন বাড়ছে শিক্ষার্থীদের, সেই সঙ্গে অভিভাবকদেরও।

প্রধান রচনা

মাহমুদ ইকবাল ❑ রিয়া পাঁচ বছরের মিষ্টি মেয়ে। মতিঝিল বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসেছে। মুখে ভয় ভয় ভাব নিয়ে পরীক্ষার হলে গেলো। রিয়ার আম্মা দিলারা জামান বলেন, খুব টেনশনে আছি, এখানে ভর্তি হতে পারবে কিনা। যদি না পারে তবে আগামী বছর আবার চেষ্টা করাবো।

দীপ বেশ চঞ্চল। আইডিয়াল স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে। দীপ হয়তো জানে না সে ভর্তি হতে পারবে কিনা। দীপের আব্বা আমজাদ হোসেন বলেন, ওর আম্মা বিদেশ থেকে প্রায় ৫০টি চিঠি লিখেছে তাকে ভালো স্কুলে ভর্তি করতে। ভদ্রলোক নগরীর ২০টি ভালো স্কুলে যোগাযোগ করে দেখেছেন তৃতীয় শ্রেণীতে একটি আসনও খালি নেই। একটি স্কুল থেকে বলা হয়েছে ১৫% ডোনেশন কোটা রয়েছে। তবে লিখিত পরীক্ষায় ৪০% মার্ক পেতে হবে। অভিভাবকদের উদ্বিগ্ন না হয়ে কিবা করার আছে। ভিকারুন্নেসা নুন স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসে ফারজানা বলেছে, আব্বু-আম্মুর জন্য এখানে দু' বছর পরীক্ষা দিলাম। কিন্তু ভর্তি হতে পারলাম না। ফারজানার আব্বা বলেন, এখন ভালো স্কুলে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারটা যেন সোনার হরিণের পেছনে ছোটা।

২৪টি সরকারি স্কুলে এবার প্রথম শ্রেণীতে ছয় হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। অথচ নতুন ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় এক লাখ। বাকি ৯৪ হাজার ছাত্রছাত্রীকে অন্যত্র ভর্তি হতে হবে। ১৯৯২ সালে নৈর্ব্যাক্তিক প্রশ্ন ব্যাংকের যাদুর কাঠির স্পর্শে দ্বিতীয় বিভাগের চেয়ে প্রথম বিভাগ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাই বেশি। বর্তমানে দেশে শ' শ' শিক্ষার্থী ৭৫-৮০ নম্বরের আওতায় এসে গেছে। বছরে বছরে এ হার বাড়ছে জ্যামিতিক হারে। মনে হচ্ছে জাতীয় মেধার হার বেড়ে গেছে। কিন্তু এই জাতীয় মেধাবীদের ভালো কলেজে পড়তে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়নি। ঢাকার ভালো কলেজগুলোতে মাত্র ১০ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারছে। বাকি সবাই অন্যত্র ভর্তি হয়েছে। স্টার মার্ক পেয়েও মামুন ঢাকার নটরডেম কলেজে ভর্তি হতে পারেনি। আটশ' নম্বর পেয়ে শারমিন ভর্তি হয়েছে বদরুন্নেসা কলেজে। যদিও তার পছন্দ ছিল হলিক্রস বা ভিকারুন্নেসা কলেজ। হতাশায় সুরে সুমনা বলে, হলিক্রসে পরীক্ষা দিয়ে চান্স পাইনি। তাই লালমাটিয়া কলেজে ভর্তি হয়েছি।

বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ থেকে তানিয়া আক্তার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পেয়েছে। মোট নম্বর ১২৩৫। নম্বর নেহায়েত কম না হলেও সে কোথায় পড়বে এ ব্যাপারে বলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা খুব ঝামেলার এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ। তাই দু' বছরে বিএ পাস করে চাকরিতে ঢুকবো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক-ইউনিটে ভর্তি ফরম জমা দিতে এসেছে মাহবুব জামিল। দু'টো স্টার মার্ক পেয়েও মেডিকেলে ভর্তি হতে পারেনি। জামিল বলে; এখন ভর্তি মানে টেনশন। কোথায় ভর্তি হবো তা নিয়ে মা-বাবা রীতিমতো চিন্তিত। টাঙ্গাইল থেকে একজন অভিভাবক এসেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ-ইউনিটে তার মেয়ের ফরম জমা দিতে। ফরম জমা দেওয়ার বিশাল লাইন দেখে তিনি ঘাবড়ে যান। তিনি বলেন, এতো ছেলেমেয়ে কোথায় ভর্তি হবে? উত্তর তাকে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌনে চার হাজার আসনের জন্য প্রায় ২৩ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়েছে।

১৯৯১-৯২ শিক্ষা বর্ষে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এক লাখ ৩৭ হাজার ৮৩৪ জন শিক্ষার্থী। দেশের ৩০টি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং চারশ'টি কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছে মাত্র ৪৯ হাজার শিক্ষার্থী। বাকি ৮৯ হাজার শিক্ষার্থী পড়বে কোথায়? এর কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।

কেজি শ্রেণী থেকে ভার্সিটি পর্যন্ত সর্বত্রই রয়েছে ভর্তি সমস্যা। রয়েছে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সমস্যা। মেধা থাকা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারছে না। পরীক্ষা দিতে দিতে টেনশন বাড়ছে শিক্ষার্থীদের, সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকদেরও। অভিভাবকদের প্রশ্ন একটাইঃ পরীক্ষায় টিকবে তো! পারবে তো ভর্তি হতে!

12 JAN 1994